তারিখ ... 11-JUL-2008
পৃষ্ঠা - ৩ ... কলাম ...

ডিনস্ অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হলো ঢাবির ২৮ মেধাবী শিক্ষার্থী

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ২৮ মেধাবী শিক্ষার্থীকে ডিনস অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়েছে। ফলোন্নয়ন ছাড়া নিয়মিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ভাল ফলাফল করায় তাদের এই অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়। অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে সেশনজট এবং সংঘাতমুক্ত ক্যাম্পাসের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। গতকাল (বৃহস্পতিবার) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলন কেন্দ্রে (টিএসসি) অনুষ্ঠিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এই পদক দেয়া হয়।

অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. তাজমেরী এস এ ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার। ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত স্নাতকে ফলোন্নয়ন পরীক্ষা ছাড়াই প্রথম শ্রেণী পেয়ে পদকপ্রাপ্তরা হলেন পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের মোহাম্মদ মফিদুর রহমান, অতনু রফিক খান, সালমা বেগম, সাকী আহমেদ খান, এ এ হাসিব, গণিতের আমিনুল হক, সামসাদ বেগম, মোঃ ইউসুফ আলী, কে এম সালাহউদ্দীন, তানিয়া শারমিন খালেক, রসায়ন বিভাগের ফারহানা খানম ফেরদৌসী, আবু তোরাব মোঃ শামসুর রহমান, মোঃ শহীদুর রহমান, খোরশেদা জাহান, মোহাম্মদ রেজাউল করিম, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের মুহাম্মদ মাকসুদুল আলম ভূইয়া, শাখী রহমান, মোহাম্মদ আবেদুর রহমান, সুমন কুমার সরকার, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মু. গোলাম মোর্শেদ, প্রতীক মোহাম্মদ হোসেন, রনি হাসিনুর রহমান, মোঃ মাহমুদুল হাসান, মিত্রা কবির, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সাখাওয়াত হোসেন, তাহমিনা জেবিন, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগের শামসুল মোর্শেদ, পরিসংখ্যান বিভাগের মোঃ দুলু মিএর। পদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে তাহমিনা জেবিন বলেন, এ পুরস্কার সত্যিই খুব আনন্দের। তিনি আরো বলেন, আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের চাকরিক্ষেত্রে প্রবেশে অনেক দেরী হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজটের কারণে আমরা যে বিষয়ে পড়ি তা চাকরি পেতে গিয়েও ভোগ করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট কমাতে পারলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজের অবস্থান তৈরী করে নেয়ার সাহস জাগবে।

অনুষ্ঠানে ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ বলেন, এই অ্যাওয়ার্ড শিক্ষার্থীদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, সবার অজান্তেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জটের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সময়মত ক্লাস আর পরীক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারলে এই জট আর থাকবে না। এই জন্য সবার আন্তরিক সহযোগিতা দরকার। প্রো-ভিসি প্রফেসর আ ফ ম ইউসুফ হায়দার বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। বিজ্ঞান সকল প্রযুক্তির মাতা। বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা পারে দেশের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে। সভাপতির বক্তব্যে প্রফেসর তাজমেরী এস এ ইসলাম বলেন, টানা ৬ বছর বন্ধ থাকার পর আবার তারা ডীনস অ্যাওয়ার্ড চালু করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি আশা করেন ভবিষ্যতে এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।